চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২৪খ্রি.

চসিকের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের গঠিত কমিটির প্রথম সভা
দূর্গা পূজার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন : প্রশাসক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও চসিক প্রশাসক মো. তোফায়েল ইসলামের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভাপতির বক্তব্যে চসিক প্রশাসক মো. তোফায়েল ইসলাম বলেন, দূর্গা পূজা যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করতে হবে বিশেষ করে ফায়ার সার্ভিসকে ২৪ ঘন্টা পূজা মন্ডপগুলোর নিরাপত্তার বিষয় সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিমা বিসর্জনের এলাকাগুলোতে ডুবুরি এবং যেকোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সেটি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত লোকবল রাখতে হবে। সিটি কর্পোরেশন প্রকৌশল বিভাগকে দ্রুত প্যাঁচওয়ার্কের কাজ শেষ করতে হবে। নগরীর ড্রেনগুলোর ম্যাপিং করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সরকার এই কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে। আমরা কমিটির সবাই মিলে কর্পোরেশনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে নগরীর উন্নয়নে কাজ করব। পূজার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য আমরা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সিভিল সার্জন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে সমস্ত এলাকায় ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাচ্ছে সেখানে প্রকোপ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এছাড়া মশা নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে নগরীর সড়কগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সবগুলো সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নগরীর আলোকায়ন নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী বলেন, নগরীর জলবদ্ধতার অন্যতম কারণ নালার মাঝে অপরিকল্পিতভাবে সংযোগ লাইনের পাইপ। এই পাইপ গুলোর কারণে ভারী বৃষ্টি হলে ময়লা জমে পানি চলাচল করতে পারেনা। ফলে নগরীতে জনবদ্ধতা তৈরি হয়। এ সমস্যা সমাধানে ওয়াসা ও পিডিবিকে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক-বলেন চট্টগ্রামের সার্বিক স্বাস্থ্য মানের উন্নয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা প্রয়োজন বিশেষ করে সংগৃহীত বর্জ্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বর্জ্যকে আলাদাভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা গেলে নগরী জলবদ্ধতা কমবে ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব কমবে। নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে প্রথম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অবকাঠামো গত সক্ষমতা এবং কুফল বাড়াতে হবে।

ওয়াসার ডিএমডি বিষ্ণ কুমার সরকার জানান, চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরীর সুপারিশ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া নগরীর প্রতিটি এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহে কাজ করছে ওয়াসা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনর সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম, শাহরিন ফেরদৌস, রক্তিম চৌধুরীসহ কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় সরকারী অন্যান্য সংস্থার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চসিকের মতবিনিময় সভায় বক্তারা
বিপ্লব উদ্যানকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার দাবি

বিপ্লব উদ্যানকে সবুয়ায়নের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার দাবি করেছেন চট্টগ্রাম নগরীর বিশিষ্টজন, নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশ রক্ষায় আন্দোলনকারী কর্মীরা।

বিপ্লব উদ্যান নিয়ে আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা তাদের মতামত তুলে ধরেন। সিটি কর্পোরেশন কনফারেন্স রুমে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্ব সভায় মতামত ব্যক্ত করেন প্রফেসর ডা. এমরান বিন ইউনুস, স্থপতি জেরিন হোসেন, প্রকৌশলী সুভাষ বড়ুয়া, প্রফেসর ড. ইমরান বিন ইউনুস, স্থপতি আশিক ইমরান, সাংবাদিক জাহিদুল করিম কচি, সালাউদ্দিন মো. রেজা, আসমা আকতার, হাসান মারুফ রুমি, শফিক আনোয়ার, হুমায়ন কবির, হাসান মারুফ রুমি, সাংবাদিকনেতা শাহনেওয়াজ প্রমুখ।

বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- বাবুল চন্দ বণিক, মো. আল আমিন হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা ইনসিয়াত মো. আলী আকবর, আহমেদ ইকবাল হায়দার, তাসলিমা মুনা, রিতু পারভীন, মনিরা পারভীন রুবা, ফারমিন এলাহি, লায়ন এম.এ হোসেন বাদল, ফারুক আহমদ, আবু সুফিয়ান রাশেদ, রায়হান বাদশা, শ.ম বখতিয়ার, নিজাম সিদ্দিকী, সাবাইতা সুলতানা ইতু, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মো. জসিম উদ্দিন, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মনীষা মহাজন, চৈতী সর্ববিদ্যা, হুমায়ুন কবির চৌধুরী, মো. সাব্বির রাহমান সানি, মোহাম্মদ ইকবাল হসান, মেহেরীন, শামিলা রিমা, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, মো. আশরাফ হোসেন, স্থপতি তুহিন বড়ুয়া, মো. আবদুর রহিম প্রমুখ।

সভার শুরুতে বিপ্লব উদ্যানের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থান নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্থপতি আবদুল্লাহ-আল-ওমর।

প্রফেসর ডা. ইমরান বিন ইউনুস বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে প্রায় ৮০ লাখ মানুষের বসবাস। এই নগরীকে সবার বাস উপযোগী করা লাগবে। তাই বিপ্লব উদ্যান নিয়ে সবাইকে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সময় তিনি উড়ান সড়কের ডিভাইডারে পার্কিং স্পেস করার পরামর্শ দেন। প্রকৌশলী সুভাষ বড়ুয়া বাসযোগ্য চট্টগ্রাম নগরী গড়তে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশনকে দ্রুত সাহসী পদক্ষেপ নিতে বলেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামে কোন প্ল্যানিং ইনস্টিটিউশন নাই বলে চট্টগ্রাম নগরীতে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে উড়াল সড়কে অপরিকল্পিত র‍্যাম্প স্থাপন না করতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পত্র দিতে বলেন।

সভায় স্থপতি জেরিনা হোসেন বিপ্লব উদ্যানের সবুজায়নের পাশাপাশি ফুটপাতকে জনপরিসরে হাটার উপযোগী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন আইন অনুসারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থান রক্ষায় দায়িত্ব নেয়ার কথা থাকলেও বিপ্লব উদ্যানের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্যানের বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে গেছে। নাগরিকদের স্বার্থে বিপ্লব উদ্যানকে আবারো নাগরিকদের উদ্যান হিসেবে ফিরিয়ে আনতে হবে। স্থপতি আশিক ইমরান বলেন, বিপ্লব উদ্যানে ডিজাইনের বাইরে প্রচুর স্থাপনা ও দোকান হয়েছে। আমরা স্থপতিদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সকল সদস্যকে বিপ্লব উদ্যানের ডিজাইনের বাইরে কোন প্ল্যান না করার জন্য বলেছি। নগরীর সৌন্দর্য্যরে স্বার্থে আমাদের বক্তব্য হলো অবিলম্বে বিপ্লব উদ্যান থেকে অননুমোদিত দোকান স্থাপনা সরিয়ে গাছপাড়া লাগিয়ে সবুজায়নের ব্যবস্থা করা। তিনি সভায় অংশনেয়া সকলকে তাদের মতামত ও জ্ঞানগুলেঅ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্টদের সাথে আদান-প্রদানের অনুরোধ জানান।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাউদ্দিন মো. রেজা বলেন, বিপ্লব উদ্যানের পূর্বের সৌন্দর্য্য ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এই উদ্যানে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্মৃতি ছিল। এটিকে পূর্বের দুই মেয়রের সময়ে নেয়া কার্যক্রম বন্ধ করে পূর্বের ন্যায় সবুজায়ন করতে হবে। সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহবায়ক জাহিদুল করিম কচি বলেন, বিপ্লব উদ্যানকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণার স্মৃতি রক্ষায় সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা অধিকার রক্ষা পরিষদের আহবায়ক আসমা আকতার বলেন, আইন অনুযায়ী একটি উদ্যানে ২-৫ শতাংশের বেশি কংক্রিটের স্থাপনা রাখার সুযোগ নেই। কিন্তু বিপ্লব উদ্যানে এর চাইতে অনেক বেশি কংক্রিটের স্থাপনা বর্তমানে আছে। তাই এই উদ্যানকে সবুজায়ন করে সববয়সী নাগরিকের অবকাশ যাপনে পূর্বের ন্যায় ব্যবস্থা করতে হবে কর্পোরেশনকে। এজন্য সবুজায়ন বৃদ্ধি করা লাগবে। রাজনৈতিক কর্মী হাসান মারুফ রুমি বলেন, উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো পরিবেশ ও প্রাণীকুলকে রক্ষা করা। সবুজায়ন বৃদ্ধি করা। কিন্তু বিপ্লব উদ্যানে অপরিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ইট-পাথরের জঞ্জাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এই উদ্যানকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সবুজায়নের উদ্যোগ নিতে হবে কর্পোরেশনকে।

পরিবেশ কর্মী শফিক আনোয়ার আইকনিক স্থান হিসেবে বিপ্লব উদ্যানকে রক্ষার উদ্যোগ নিতে বলেন সিটি কর্পোরেশনকে।

দোকান মালিকদের পক্ষে হুমায়ন কবির বলেন, বিপ্লব উদ্যান আগে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। মাদক বেচাকেনা হতো। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পূর্বের মেয়রের সময় ঠিকাদারদের মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮